তৃণমূলের নামে সন্ত্রাস করা যাবে না ঃ অনুব্রত মণ্ডল

প্রতিবাদে বিশাল জনসভা
CHAIRMAN

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ সোমবার অধীর চৌধুরির পর মঙ্গলবার বর্ধমানের আউশগ্রামে এলেন তৃণমূলের বীরভূম জেলার সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল। তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেত্রীর স্নেহধন্য অনুব্রত মণ্ডল মঙ্গলবার আউশগ্রাম থানা সংলগ্ন হাটতলা ময়দানে এক বড়সড় সমাবেশ করেন। আউশগ্রাম থানা আক্রমণ, ভাঙচুরের ঘটনায় যখন সমগ্র এলাকা থমথমে, স্কুলে নেই ছাত্রছাত্রী, গ্রাম পুরুষশূন্য ঠিক সেই সময় প্রশাসন ও দলকে অভয় দিতে এলেন তৃণমূলের বাঘ অনুব্রত মণ্ডল। বিগত ৫-৬ দিন ধরে রাজ্য রাজনীতির শিরোনামে থাকা আউশগ্রাম এখন শাসক দলের কাছে মাথাব্যাথা হয়ে উঠেছে। আউশগ্রাম হাইস্কুল ক্যাম্পাসে একটি অবৈধ নির্মাণকে কেন্দ্র করে ঘটনার প্রথম সূত্রপাত। গ্রামবাসীরা আউশগ্রাম থানার আই সি বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন তারই মদতে নাকি অবৈধ নির্মাণ হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে অবৈধ নির্মাণ বন্ধের দাবিতে গ্রামবাসী, ছাত্রছাত্রী, শিক্ষকরা থানায় ডেপুটেশন দিতে যান পুলিশের বিরুদ্ধে। অভিযোগ ওঠে লাঠি চার্জ করে তাদেরকে তাড়িয়ে দেয় পুলিশ। আর এরপর উত্তেজিত জনতা স্থানীয় রাস্তা অবরোধ করলে সেখানে তাদের সঙ্গে পুলিশের শুরু হয়ে যায় খণ্ডযুদ্ধ। রাস্তা অবরোধ তুলতে পুলিশও দফায় দফায় লাঠিচার্জ করে বলে অভিযোগ। ঘটনার পুরো বিষয়টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে জানাতে গ্রামবাসীরা পরদিন আউশগ্রাম হাইস্কুলে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসেন। ঠিক হয় বেশ কয়েক হাজার গণস্বাক্ষর করিয়ে তা পাঠানো হবে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। কিন্তু ওইসময়ই কিছু মানুষ ঐ গণস্বাক্ষর সংগ্রহের রাস্তায় না গিয়ে হঠাৎ চড়াও হয় থানায়। আর তারপরের ঘটনা সবারই জানা। থানা ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, থানা ছেড়ে পালিয়ে বাঁচে পুলিশ। এই ঘটনার পর পুলিশের বিরুদ্ধে তোপ দেগে বর্ধমানের গুসকরা ও আউশগ্রামে আসেন অধীর চৌধুরী। আর তারই প্রতিবাদে ও এলাকার মানুষের পাশে দাঁড়াতে মঙ্গলবার আউশগ্রামে জনসভা করলেন অনুব্রত মণ্ডল। ঐ দিনের জনসভায় অনুব্রত মণ্ডল বলেন, সামনে পঞ্চায়েত ভোটে আউশগ্রাম আমার চাই।

বীরভূমের জেলা সভাপতি আউশগ্রামের পর্যবেক্ষক অনুব্রত মণ্ডল আরও বলেন, এখানে সিপিএমের সাথে আমাদের এক বুড়ো ভাম নেতার যোগসাজসে এই ঘটনা ঘটেছে। দল ঐ নেতাকে বহিষ্কার করেছে। গ্রামবাসীদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনাদের যা সমস্যা বিধায়ক, বিডিও কে বলুন। না হলে আমার বাড়ি চলে আসুন সরাসরি। এই দিনের সভায় বর্ধমানের তুলনায় বীরভূম জেলা থেকেই লোকজন এসেছিল বেশী। অধীরকে কটাক্ষ করে বলেন, যার পাশে ৯ জন মাত্র লোক, সে কী করে বলে আমি আপনাদের পাশে আছি। তার পাশেই তো লোক নেই। মাত্র এক দিনের ঘোষণায় আজকের সভায় হাজার হাজার মানুষ এসেছেন। পুলিশ আমাকে অন্য পথে ঘুরিয়ে এনেছেন। রাস্তাতে এখনও হাজার হাজার মানুষ যারা সভায় ঢুকতে পারেনি। আউশগ্রামের মানুষের জন্য ২ টি রাস্তা তৈরির প্রতিশ্রুতি দেন। জেলাপরিষদের মাধ্যমে ওই রাস্তা তৈরি করা হবে বলে বলেন। এছাড়াও এখানকার মানুষের জন্য পানীয় জলের প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। কড়া ভাষায় বলেন, তৃণমূলের নামে সন্ত্রাস করা যাবে না।

হিন্দুস্থান কেবলে বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল ঃ মঙ্গলবার আসানসোলের ডাবরমোড়ের কাছে হিন্দুস্থান কেবল কারখানার গেটের সামনে বিক্ষোভ দেখাল আইএনটিটিইউসি। তাদের অভিযোগ আজ থেকে হিন্দুস্তান কেবল কারখানা বন্ধ হয়ে গেল। তার প্রতিবাদে কারখানার গেটের সামনে আইএনটিটিইউসির পক্ষ থেকে অবস্থান বিক্ষোভ দেখান হয়। এই বিক্ষোভ সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন বারাবণির বিধায়ক বিধান উপাধ্যায়। সালানপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্যামল মজুমদার সহ স্থানীয় একাধিক নেতৃত্ব। বিক্ষোভ সমাবেশে আইএনটিটিইউসির পক্ষ থেকে দাবী করা হয়, সমস্ত শ্রমিকদের বকেয়া টাকা মিটিয়ে দিতে হবে। যতদিন না টাকা পাই, ততদিন কোয়ার্টার ছাড়ার সময় দেওয়া সহ স্কুলের পঠন পাঠন বন্ধ যাতে না হয় ও বিদ্যুৎ ও জলের ব্যবস্থাও করতে হবে। এসমস্ত দাবি নিয়ে আইএনটিটিইউসির পক্ষ থেকে কারখানার গেটের সামনে বিক্ষোভ দেখান হয়। বিক্ষোভ শেষে একটি স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয় কারখানা কর্তৃপক্ষের হাতে। এদিন বিক্ষোভ শেষে বারাবণির বিধায়ক বিধান উপাধ্যায় বলেন, আজকে আমাদের বিক্ষোভ চলছে। আমাদের দাবী যাদের ভিআরএস দিয়েছে তাদের টাকা ঠিক সময়ে দেওয়া হোক। টাকা যত দিন না পাচ্ছে ততদিন পর্যন্ত তারা যেন কোয়ার্টারে থাকতে পারে বা তারা যতদিন না নিজেদের ব্যবস্থা করতে পারছে তাদের কোয়ার্টারে থাকতে দিতে হবে। এছাড়া যে সমস্ত দোকানদাররা বিগত চল্লিশ পঞ্চাশ বছর ধরে দোকান করে আসছিল। তাদের হিন্দুস্থান কেবল শুধু জমি দিয়ে ছিল। বাড়ি তারা নিজেরা তৈরি করে ছিল। তাদের বলা হচ্ছে দোকান ছেড়ে দিতে। তাদের পুনর্বাসন দিতে হবে। বিদ্যুৎ জল সমস্ত চালু রাখতে হবে। উল্লেখ্য, হিন্দুস্থান কেবল কারখানায় উন্নত মানের তার তৈরি হত। ২০০২ সাল থেকে কারখানার উৎপাদন কমতে শুরু করে। ২০০৪ সালে এসে কারখানার উৎপাদন প্রায় বন্ধের মুখে চলে যায় এবং ২০০৭ সালে কারখানাটিকে রুগ্ন শিল্প হিসাবে ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রক। এদিনের বিক্ষোভ সমাবেশের পর কারখানা কর্তৃপক্ষের তরফে ইউনিট হেড কুনাল রায় বলেন, আমরা কোয়ার্টারের ব্যাপারে লেখালিখি করেছি। সিএমডি আমাদের জানিয়েছেন, কোয়ার্টারের বিষয়টিতে উনি চারমাসের জন্য রাজি হয়েছেন।

পাণ্ডবেশ্বরে তৃণমূল কার্যালয়ে আগুন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে উত্তেজনা ছড়াল বর্ধমানের পাণ্ডবেশ্বরে। সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে পাণ্ডবেশ্বরের গোবিন্দপুর এলাকায়। এক গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীর দলীয় কার্যালয়ে লাঠি, রড নিয়ে আক্রমণ করে, আগুন ধরিয়ে দেয়। ফলে দলীয় কার্যালয় আগুনে পুড়ে যায়। আগুনে পুড়ে যায় বিভিন্ন আসবাবপত্র ও গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র। তৃণমূল নেতা চিত্তরঞ্জন গড়াই-এর অভিযোগ অন্য গোষ্ঠীর নেতা সঞ্জয় চক্রবর্ত্তীর নেতৃত্বে ঘটনাটি ঘটেছে। ঘটনায় ২ জন তৃণমূল কর্মী আহত হয়েছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বিধানসভা ভোটের সময় থেকেই তৃণমূল নেতা নরেন চক্রবর্ত্তীর সাথে ঠাণ্ডা লড়াই চলে আসছে বিধায়ক জিতেন্দ্র তেওয়ারির। বিমান বন্দরের আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে গ্রেপ্তারের পর বিধানসভার টিকিট থেকে বঞ্চিত হন বর্ধমান জেলা পরিষদের সদস্য নরেন চক্রবর্ত্তী।

ফলে টিকিট পেয়ে যান আসানসোলের মেয়র জিতেন্দ্র তেওয়ারি। পরে তিনি জিতে বিধায়ক হন। কিন্তু তারপর থেকে তেওয়ারি ও নরেনের ২ গোষ্ঠীর মধ্যে এলাকা দখলকে কেন্দ্র করে ঠাণ্ডা লড়াই শুরু হয়েছে বলে তৃণমূলের অভিযোগ। আহত চিত্তরঞ্জন গড়াই বলেন, সোমবার রাতে দলীয় কার্যালয়ে আমরা বসে ছিলাম সে সময় নরেন গোষ্ঠীর সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী দলবল নিয়ে লাঠি, রড দিয়ে তাদের ওপর চড়াও হয়। তাদের বেধরক মারধর করে তারা। পরে তাদের দলীয় কার্যালয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। বেশ কিছু দিন ধরেই সঞ্জয় তাদের প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দিচ্ছিল। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পাণ্ডবেশ্বর থানার পুলিশ। আহতদের স্থানীয় চিকিৎসা কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে।

অন্ডাল বিমাননগরীর অধিকৃত জমিতে জট পাকানোর চেষ্টা

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ ভাঙড়ে মাও-মাকুদের মানুষকে ভুল বুঝিয়ে হিংসাত্মক আন্দোলনের দ্বারা এরাজ্যের শান্তি বিঘ্নিত করবার যে অভিযোগ উঠেছে তার রেশ ধরেই দুর্গাপুরের অন্ডালে দেশের প্রথম বেসরকারি উদ্যোগে গড়ে ওঠা গ্রীনফিল্ড এয়ারপোর্ট তথা সিঙ্গাপুরের আদলে গড়ে ওঠা দেশের মধ্যে প্রথম বিমাননগরীর জন্য জমি অধিগ্রহণের ৮ বছর পর বেশ কিছু লিফলেট কে ঘিরে প্রশ্নচিহ্ন উঠে এল। ঘটনার তদন্তে অন্ডাল থানার পুলিশ। ২০০৯ সালে দুর্গাপুরের অন্ডালে প্রায় ২১০০ একর জমিকে কেন্দ্র করে সিঙ্গাপুরের চাঙ্গি ইন্টারন্যাশনাল এবং দেশীয় বিএপিএল এর যৌথ উদ্যোগে দেশের মধ্যে প্রথম বেসরকারি বিমাননগরী তৈরির কাজ শুরু হয়। এই বিপুল পরিমাণ জমিতে বর্ষার সময় বৃষ্টি হলে তবেই কিন্তু স্বর্ণ ধানের চাষ হত। তাই এই জমি ১১টি মৌজার কৃষি জমি মালিকেরা স্বেচ্ছায় দিতে চান এবং বাধাহীনভাবেই অন্ডালে বিমাননগরী সুজলাম দ্যা স্কাই সিটি এর কাজ চললেও রাজ্যে ২০১১ তে রাজনৈতিক পরিবর্তন আসার পর এই কাজে দ্রুততা আসে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরেই উদ্বোধন হয় কাজী নজরুল ইসলাম বিমানবন্দরের। এখান থেকে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে প্রথমে পবন হংস এর এয়ার ট্যাক্সি পরে অন্ডাল থেকে কলকাতা এবং তারপর অন্ডাল থেকে দিল্লি বিমান যোগাযোগ চালু হয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় বিমান পরিষেবা প্রদানকারী এয়ার ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে অন্ডাল থেকে দিল্লি বিমান পরিষেবা অন্যায়ভাবে বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। তারপর আবার অন্ডাল থেকে দিল্লি বিমান যোগের কথা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের দ্বারা জানতে পারার পরেই হঠাৎ অন্ডালের খান্দারা এলাকায় কিছু লিফলেট ছড়ানো হয়। এই লিফলেটে স্পষ্ট করে ভাঙড়ে সাম্প্রতিক জমিকে সামনে রেখে মাও-মাকুদের অশান্তি ছড়ানোর যে অপচেষ্টা তার উদাহরণ রেখে অন্ডালের জন্য ৮ বছর আগে অধিগৃহীত জমির জন্য দাবি করে জঙ্গি আন্দোলনের হুমকি দেওয়া হয়েছে। আর এতেই কিন্তু সন্দেহ যে এরাজ্যের কোনো একটি মাও-মাকু চক্র যারা কিন্তু রাজ্যের যেখানে যেখানে জমি অধিগৃহীত হচ্ছে শিল্পের তাগিদে বা হয়েছে আগে সেখানেই অশান্তি ছড়ানোর অপচেষ্টা চলছে। কারণ অন্ডালে কিন্তু দীর্ঘ ২০১১ থেকে কোনো অশান্তি হয়নি। এরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কৃষকের জমি জোর করে অধিগ্রহণ করবার বিপক্ষে যে ঐতিহাসিক আন্দোলন করেছেন তা এদেশের মানুষের সাথে সাথে আজ বিশ্বের বহু দেশের মানুষ জানেন।

কারণ সিঙ্গুর নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায় এবং সম্প্রতি ভাঙড় নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা সর্বজনবিদিত। সুতরাং অন্ডালে যে মাও-মাকুদের প্রভাব মাঠে মারা যাবে তা আর বলবার অপেক্ষা রাখেনা। অন্ডাল থানার পুলিশ অবশ্য এই লিফলেট যা বীরভূম জেলার সিউড়ি হাটতলা রোডে ছাপানো এবং বনমালী মন্ডল দ্বারা প্রচারিত বলে ছাপানো হয়েছে তার তদন্তে নেমেছে।

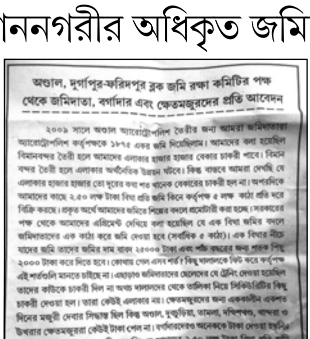

অণ্ডাল, দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লক জমি রক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে জমিদাতা, বর্গাদার এবং ক্ষেতমজুরদের প্রতি আবেদন

২০০৯ সালে অণ্ডাল অ্যারোট্রোপলিশ তৈরীর জন্য আমরা জমিদাতারা অ্যারোট্রোপলিশ কর্তৃপক্ষকে ১৮৭৫ একর জমি দিয়েছিলাম। আমাদের বলা হয়েছিল বিমানবন্দর তৈরী হলে আমাদের এলাকার হাজার হাজার বেকার চাকরী পাবে। বিমান বন্দর তৈরী হলে এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটবে। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখছি যে এলাকার হাজার হাজার তো দূরের কথা শত খানেক বেকারের চাকরী হল না। অপরদিকে আমাদের কাছে ২.৫০ লক্ষ টাকা বিঘা প্রতি জমি কিনে কর্তৃপক্ষ ৫ লক্ষ কাঠা প্রতি দরে বিক্রি করছে। প্রকৃত অর্থে আমাদের জমিতে শিল্পের বদলে প্রমোটারী করা হচ্ছে। সরকারের পক্ষ থেকে আমাদের এগ্রিমেন্ট দেখিয়ে বলা হয়েছিল যে এক বিঘা জমির বদলে জমিদাতাদের এক কাঠা করে জমি দেওয়া হবে (সর্বাধিক ৫ কাঠা)। এক বিঘার নীচে যাদের জমি তাদের জমির দাম বাবদ ২৫০০০ টাকা এবং পাঁচ বছরের জন্য শতক পিছু ২০০০ টাকা করে দিতে হবে। কোথায় গেল এসব শর্ত? কিছু দালালকে ফিট করে কর্তৃপক্ষ এই শর্তগুলি মানতে চাইছে না। এছাড়াও জমিদাতাদের ছেলেদের যে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিল তাদের কাউকে চাকরী দিল না অথচ দালালদের থেকে তালিকা নিয়ে সিকিউরিটির কিছু চাকরী দেওয়া হল। তারা কেউই এলাকার নয়। ক্ষেতমজুরদের জন্য এককালীন একশত দিনের মজুরী দেবার সিদ্ধান্ত ছিল কিন্তু অণ্ডাল, দুবচুড়িয়া, তামলা, দক্ষিণখণ্ড, খান্দরা ও উখরার ক্ষেতমজুররা কেউই টাকা পেল না। বর্গাদারদেরও অনেককে টাকা দেওয়া হয়নি। আমরা সরকারের কাছে দাবী জানাচ্ছি যে আমাদের ২.৫০ লক্ষ টাকা বিঘা প্রতি জমি নিয়ে ১ কোটি টাকা বিঘা প্রতি বিক্রি করা চলবে না। আমাদের ক্ষতিপূরণ দিয়ে ফেরত দিতে হবে। তা না হলে যে কোনো মুহূর্তে আমাদের জমি ফেরত এর আন্দোলন জঙ্গী আন্দোলনের রূপ নেবে। যা নন্দীগ্রাম, সিঙ্গুর বা ভাঙড়ের মতো হবে। তাই সাবধান। আমরা সংগঠিত হচ্ছি। অবিলম্বে ব্যবস্থা নিন। না হলে আমরাও তৈরী। পথে নেমেই হবে সাথী এ পথ চেনা।

বনমালী মণ্ডল দ্বারা প্রচারিত এবং মণ্ডল প্রিন্টার্স, হাটতলা, সিউড়ী, বীরভূম দ্বারা মুদ্রিত।

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ মঙ্গলবার হুগলির তারকেশ্বর ব্লক ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে সরস্বতী পুজো উপলক্ষ্যে এলাকার দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের জন্য খাতা, পেন ও স্কুল ব্যাগ বিতরণ হয় চাঁপাডাঙ্গা বাজার এলাকায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক রচপাল সিং, জাঙ্গিপাড়ার বিধায়ক স্নেহাশিস চ্যাটার্জী, জেলা যুব সভাপতি শান্তনু ব্যানার্জী সহ একাধিক তৃণমূল নেতৃত্ববৃন্দ। এছাড়া এলাকার প্রায় এক হাজারজন দুঃস্থ ব্যক্তিকে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

জমে উঠেছে সরস্বতীর বাজার

নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল ঃ রাত পার হলেই সরস্বতী পূজা। বিদ্যা দেবীর আরাধনায় মেতে উঠেছে শিল্পাঞ্চলবাসী। মঙ্গলবার সকাল থেকেই আসানসোলের বিভিন্ন বাজারে দেখা গেল বিক্রেতা ও ক্রেতাদের ভীড়। সকাল থেকে বাজারে বিভিন্ন ধরনের সরস্বতী মূর্তি নিয়ে বসে পড়েছেন বিক্রেতারা। সাথে সাথে বাজারে ক্রেতাদের ভীড় বাড়তে দেখা গেল। আসানসোলের বস্তিন বাজারের কাছে রাস্তার ধারে, কুলটিতে নিউরোড এলাকাই, জামুড়িয়া বাজারে ও রানিগঞ্জেও এদিন ক্রেতাদের বেশ ভিড় লক্ষ্য করা যায়। মঙ্গলবার সকালে আসানসোল বাজারে ক্রেতাদের সাথে কথা বলে জানা গেল মূর্তির দাম গত বারের তুলনায় কিছুটা বেশী। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের দাম বেড়ে যাওয়ার জন্য এই মূল্যবৃদ্ধি বলে মনে করছেন ক্রেতারা। কুলটির এক মূর্তি ব্যবসায়ী সোমনাথ বলেন, গত বারের তুলনায় মূর্তি পিছু ২০ থেকে ৩০ টাকা করে দাম বেড়েছে। তবে বাগ্‌দেবীর আরাধনায় কোন খামতি রাখতে চাইছে না মানুষ। এদিন মূর্তির পাশাপাশি ফলের বাজারেও ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। অন্যান্য দিনের তুলনায় ফলের দাম কিছুটা বেশি বলে জানালেন ক্রেতারা। সে যাই হোক, বাগ্‌দেবীর আরাধনাই শিল্পাঞ্চলের স্কুল কলেজ থেকে সাধারণ বাড়ির পুজোতে মেতে উঠেছেন সকলেই। আসানসোল রেলপারের এক বাসিন্দা সুজিত বলেন, বছরে একবার বিদ্যাদেবীর আরাধনা করি। বাড়িতে ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করে, তাই পুজোটাও করি ধুমধাম করে। এবারে এখনই মূর্তি কেনা হল। সন্ধ্যার দিকে ফলের বাজার করব। দাম কিছুটা বেশি হলেও পুজো হওয়া চাই। অপর আর এক ক্রেতা উজ্জ্বল বলেন, সরস্বতী পূজা আমাদের বাড়িতে ছোটবেলা থেকে হয়ে আসছে। আমরা বাড়িতে ছোট মূর্তি দিয়ে পূজা করে থাকি। তাই সকাল থেকে পূজার বাজার নিয়ে ব্যস্ত আছি। মঙ্গলবার সকাল থেকেই বিদ্যাদেবীর আরাধনার প্রস্তুতিতে শিল্পাঞ্চলবাসী মেতে উঠেছে।

বাগ্‌দেবী সরস্বতী

প্রদীপ কুমার পাল

মৎস্য পুরাণে ও কালিকা পুরাণে ব্রহ্মার বামে সাবেত্রী দেবী ও ডানে সরস্বতী দেবী। বেদকর্তা ব্রহ্মার শক্তি বিদ্যাদেবী সরস্বতীতে পরিণত হয়েছেন। ফলে বৈদিক ছন্দ গায়ত্রী সরস্বতীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছেন। আদিকালে ভাগীরথী নদীর তীরে নারায়ণ প্রথম সরস্বতী মহামন্ত্র দান করেছিলেন ঋষি বাল্মিকীকে। এরপর মহর্ষি ভৃগু পুষ্করতীরে তা দান করেছিলেন অসুরদের গুরু শুক্রাচার্যকে। সপ্ত ঋষির অন্যতম ঋষি মরীচির কাছ থেকে মন্ত্র পান দেবগুরু বৃহস্পতি। জরৎকারু মুনি এই মহামন্ত্র দিয়েছিলেন পুত্র আস্তিককে। ভগবান নীলকণ্ঠ গৌতমমুনিকে এই মহামন্ত্র দান করেছিলেন। সূর্যদেব কাত্যায়ন ও যাজ্ঞবল্ক্যকে এই মন্ত্র দান করেছিলেন। ঋষি ভরদ্বাজ (দ্রোণাচার্যের পিতা) তাঁর সুযোগ্য শিষ্য শকটায়নকে এই মহামন্ত্র দান করেছিলেন। সুতরাং পাঠকেরা বুঝতেই পারছেন সরস্বতীর এই মহামন্ত্র কতটা শক্তিশালী। স্বয়ং দেবী সরস্বতীর রক্ষাকবচ পান মহর্ষি ভৃগু। যদি আমরা লক্ষ করি তাহলে দেখতে পাব দেবী সরস্বতীর এই মহামন্ত্র যাঁরা দিয়েছিলেন (দাতা) এবং যাঁরা পেয়েছিলেন (গ্রহিতা) তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন মহাজ্ঞানী। শুধু তাই নয় তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন সিদ্ধপুরুষ। একটু বিচার করলে দেখা যাবে, এই মন্ত্র হচ্ছে মহাজ্ঞান যা গুরু বা শিক্ষকরা দান করেন তাঁদের ছাত্র-ছাত্রীদের। এইভাবেই আমরা পেয়ে থাকি বিদ্যা বা জ্ঞান। ভাষাচার্য সুকুমার সেন তাঁর 'ভারতকোষ' গ্রন্থে লিখেছেন- 'বৈদিক ব্রাহ্মণ গ্রন্থে বাক্‌ দেবতা সুন্দরী নারীরূপে অসুরদের মোহিত করিয়া দেবতাদের অমৃত আহরণ করিয়া আনিয়া দিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যে দেবী সরস্বতীকে প্রথম বিদ্যাদায়িনী দেবীরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন কৃত্তিবাস ওঝা। তিনি বলতেন- 'দেবী সরস্বতীর অধিষ্ঠান আমার শরীরে'। ষোড়শ শতকে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম দাস দেবী সরস্বতীর বন্দনা করতে গিয়ে লিখেছেন-

'ত্রিলোকতারিণী ত্রয়ী
বিষ্ণুমায়া বর্ণময়ী
করি মুখে অষ্টাদশ ভাষা।
শ্বেত পদ্ম অধিষ্ঠান
শ্বেতপদ্ম পরিধান
শ্রবণে কুন্তল দোলে
কপালে বিজুলি খেলে
রুচিতনু খণ্ডে অন্ধকার।'

আমাদের সবার হৃদয়ের রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যে সরস্বতী বন্দনা করেছেন। যা আমাদের বিশেষভাবে মুগ্ধ করে-

'প্রকাশ্যে জননী, নয়ন সমুখে
প্রসন্ন মুখছবি,
বিমল মানস সরসবাসিনী,
শুক্লবসনা শুভ্রহাসিনী
বীণাগঞ্জিত মঞ্জুভাষিণী, কমল কুঞ্জাসনা।।'

দেবী সরস্বতীর মন্ত্রে স্তোত্রকাল তাঁর সৌন্দর্যের বন্দনা করেছেন। তিনি শুধুমাত্র বিদ্যার দেবী নন, সৌন্দর্য্যের দেবীও বটে। তাঁর বন্দনায় মন শুদ্ধ হয়, পবিত্র হয়। তাইতো তিনি 'সুরাসুরসেবিত পাদপঙ্কজ।'

স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের কার্ড দিচ্ছেন পৌরপ্রধান

নিজস্ব সংবাদদাতা, রামজীবনপুর ঃ রাজ্য সরকারের নিজস্ব প্রকল্প স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের কাজ জোরকদমে শেষ করল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার রামজীবনপুর পৌরসভা। উল্লেখ্য, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিজস্ব এই প্রকল্পের মাধ্যমে মানুষের পাশে দাঁড়াতে নতুন উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্যসরকার। এই প্রকল্পে আইসিডিএস, আশা, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা চুক্তি ভিত্তিক, দৈনিক ও নিম্ন আয় প্রাপ্ত কর্মচারীররা ও তাদের পরিবারের সদস্যরা, পৌরসভার স্বাস্থ্যকর্মীরা, সিভিক, সিডিএস কমিটির সদস্যদের স্বামী ও ১৮ বছরের নিচে ছেলেমেয়ে, তাদের শ্বশুড়-শাশুড়ীরাও এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন বলে পৌরসভা সূত্রে জানা গেছে। রামজীবনপুর পৌরসভার ১১ টি ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত ঐ সকল শ্রেণির সদস্যদের প্রথম পর্যায়ের স্বাস্থ্যসাথী কার্ড দেবার জন্য ইতিমধ্যে ছবি তোলার কাজ শেষ হয়েছে। সাথে সাথে সদস্যদের হাতে দেওয়া হয়েছে কার্ডও। এ বিষয়ে রামজীবনপুর পৌরসভার পৌরপ্রধান নির্মল চৌধুরী বলেন, আমরা ইতিমধ্যে ৬০০ জনকে এই কার্ড দিতে পেরেছি। এই স্বাস্থ্যসাথী কার্ড আমাদের মা, মাটি, মানুষের সরকারের উদ্যোগে নেওয়া এক বিশেষ কার্ড যা মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই কার্ডে স্বাস্থ্যবীমা প্রকল্পে বিভিন্ন ধরনের রোগব্যাধির ক্ষেত্রে দেড় লক্ষ থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত পাওয়া যাবে। আগামী দিনে আমাদের পৌরসভা এলাকায় ঐ সব ধরনের সদস্যদের আবারো ছবি তুলে কার্ড দেওয়া হবে বলে বলেন পৌরপ্রধান।